

দাম্পত্যে বারাকাহ

শারিন সফি অদ্বিতা



IFFAH
PUBLICATIONS

অর্পণ

‘বিয়ে’ শব্দটা শুনলেই যাদের মনে খুশির ঢেউ খেলে—এই বইটি তাদের জন্য।

আবার ‘বিয়ে’ শব্দটা কানে আসা মাত্রই যাদের মন দৌড়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে, এই বইটি তাদের জন্যও!

সেই সঙ্গে যারা বিয়ে নিয়ে আনন্দ আর সংশয়ের দোলাচলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন, বইটি তাদের জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বরকতময় উপহার হবে, ইনশাআল্লাহ।

জি, ঠিক ধরেছেন প্রিয় পাঠক! এই বইটি বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় দলের জন্যই, ইনশাআল্লাহ।

বিবাহিতরা বইটি পড়ে তাদের নিজস্ব দাম্পত্যজীবনে আরও বারাকাহ আনার উপায়গুলো শিখে ফেলবেন। আর অবিবাহিতরা নিজেদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের জন্য আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, চলুন না, সবাই মিলে জীবনের বারাকাহ খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যাই কল্যাণ এবং জ্ঞানাতের পথে। আপনাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ! কী, রাজি তো?

ইয়া রব, আমার মুসলিম ভাই-বোনদের পারিবারিক জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনার একটি উসিলা হিসেবে ‘দাম্পত্যে বারাকাহ’ বইটিকে কবুল করে নিন। আমীন।

নিয়ত পরিশুদ্ধকরণ

আমার নাম:
..... (পাঠক এখানে নিজের নাম লিখুন)

আজকের তারিখ:

আমি যে নিয়তে ‘দাম্পত্যে বারাকাহ’ বইটি হাতে তুলে নিয়ে পড়া শুরু করব, সেই নিয়তের ওপরই নির্ভর করবে আমার এই পাঠের সার্থকতা এবং সাফল্য। তাই শুরুতেই আমি নিজের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নিচ্ছি। নিয়তকে ঝালাই করে নিচ্ছি বই এর প্রথম পাতায় এসেই।

আমি এই বইটি পড়তে চাই নিজ আত্মশুদ্ধির জন্য। নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলার জন্য। আমি চাই আমার দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমি যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। দুনিয়ার অল্প কয়টা দিন আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে যেন শান্তিতে থাকতে পারি। সর্বোপরি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে খুশি করে আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে জান্নাতে একসঙ্গে থাকতে পারার আশায় আমি এই জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি। এবং যা শিখছি, তা নিজের জীবনে পালন করার দৃঢ় নিয়ত করছি, ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ, আমার নিয়তকে খাঁটি ও একনিষ্ঠ করুন, আমার অন্তরে ইখলাস এবং ইহসান দান করুন। এই পাঠকে আমার জন্য আনন্দময় এবং কল্যাণকর করুন। এবং যা শিখছি, তা আমার জীবনে সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। আমীন।



সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
দাম্পত্যের নির্মল আনন্দ	১৩
অধ্যায় ১ : কুরআনের নকশায় দাম্পত্য	১৭
সাকীনাহ: কঠিন মুহুর্তেও এক টুকরো নিরাপত্তা	১৮
মাওয়াদ্দাহ: যে ভালোবাসা কাজ দিয়ে প্রকাশ পায়	২১
রহমাহ: কঠিন দিনের সহজ সমাধান	২৩
অধ্যায় ২ : আল্লাহর জন্য ভালোবাসা	২৭
অধ্যায় ৩ : প্রত্যাশার আগে প্রস্তুতি	৩৩
পারিবারিক বৈঠক বলতে কী বোঝাচ্ছি?	৩৬
অধ্যায় ৪ : মনের কথা না পড়ে আসুন মনের কথা বলি	৩৯
নিজস্বতা হারানো কি ভালোবাসা?	৪৩
অধ্যায় ৫ : দাম্পত্য বোঝা-পড়ার দক্ষতা	৪৫
(১) অভিযোগের কথা ‘তুমি’ দিয়ে নয়, ‘আমি’ দিয়ে শুরু করুন	৫০
(২) জীবনসঙ্গীর ছোটখাটো দোষ পরিবারের কাছে বলে বেড়াবেন না	৫১
(৩) একে অপরের দোষ ঢেকে রাখুন, সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিন	৫১
(৪) সঠিক কথা, সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে বলুন	৫২
অধ্যায় ৬ : যে ঝগড়ায় শুধু শয়তান জিতে	৫৭
রাগ, বিরতি, এবং একটি কুরআনের পারা	৬৫
অধ্যায় ৭ : কৃতজ্ঞতার জাদু	৬৭
অধ্যায় ৮ : নিয়ন্ত্রণ নয়, ইনসারফ করি	৭১



অধ্যায় ৯ : আচরণেই ভালোবাসা	৭৫
হাসি, খুনসুটি ও পাঁচ মিনিটের সঙ্গ	৭৮
অধ্যায় ১০ : দাম্পত্য প্রদর্শনীর জন্য নয়	৮১
প্রকাশ করলে কী ঘটতে পারে?	৮২
১. নিজের ও পরিবারের ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে।	৮২
২. অজান্তেই কারও কষ্টের কারণ হতে পারে।	৮২
৩. সূক্ষ্মভাবে রিয়া প্রবেশ করতে পারে	৮৩
অধ্যায় ১১ : হাজার চাপের মাঝেও আমরা একই দল	৮৬
শ্বশুরবাড়ি ও নিজের পরিবারের মাঝে ভারসাম্য কীভাবে করবেন?	৮৭
অর্থনৈতিক চাপের সময় কী করবেন?	৮৮
অধ্যায় ১২ : চোখের শীতলতা কীভাবে হবো?	৯০
অধ্যায় ১৩ : দাম্পত্যে বারাকাহ ওয়ার্কবুক	৯৩
প্রথম পর্ব: অবিবাহিতদের জন্য—আমি কি প্রস্তুত?	৯৩
আমার বিবাহ প্রস্তুতির খাতা	৯৫
আমার জীবনসঙ্গী নির্বাচনে অগ্রাধিকার	৯৬
নিজেকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা	৯৭
আমার দাম্পত্যের নিয়ত ঠিক করি এখন।	৯৭
বিয়ের আগে পাত্রকে জিজ্ঞেস করার ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৯৮
দ্বিতীয় পর্ব : এবার বিবাহিতদের জন্য ওয়ার্কবুক:	৯৯
আমাদের সম্পর্কের অবস্থা	১০১
আমাদের ১৫ মিনিটের সাপ্তাহিক বৈঠক	১০২
কঠিন দিনের অঙ্গীকার	১০৩
বারবার দুইজন মিলে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসবেন, কেমন?	১০৩
শেষ কথা এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য	১০৫
কুরআন ও হাদিসের সূত্রনোট	১০৮
নির্বাচিত হাদিস ও আছার	১০৮



ভূমিকা

প্রিয় পাঠক, বলুন তো ‘বিয়ে’ শব্দটি শুনলেই আপনার মনের ভেতর কেমন অনুভূতি হয়?

আনন্দ, ভয়, উৎকণ্ঠা? নাকি সাবধানে ছেড়ে দেয়া এক চাপা দীর্ঘশ্বাস?

দারুণ আনন্দময় উত্তেজনা, নাকি শুধুই দায়িত্বের এক সুদীর্ঘ তালিকা?

বিয়ে কি আপনার কাছে কেবল ‘করতে হয়, তাই করা’ নামক একটি সামাজিক আনুষ্ঠানিকতার নাম? নাকি বিয়েটা আসলেই আপনার কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে দুজন মানুষের একসঙ্গে বেড়ে ওঠার এক অপূর্ব সুযোগ?

হতে পারে, আপনি অবিবাহিত এবং অপেক্ষা করছেন বিয়ের পিঁড়িতে বসার। আবার হতে পারে আপনি বিবাহিত এবং ইতিমধ্যে আপনার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন, বইটি আপনার কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। সত্য কথা হলো, ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কেউই আমাদের হাতে ‘সফল দাম্পত্য জীবনের’ কোনো সুসংগঠিত সিলেবাস তুলে দেয়নি। আমরা অনেকেই বড় হয়েছি নাটক-সিনেমার আকাশকুসুম প্রেম দেখে, কেউবা ‘সব সংসারেই এসব হয়’, ‘চুপ থাকো’, ‘মানিয়ে নাও’—এমন ঢালাও উপদেশ শুনেছি। আবার কেউ অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ভাঙা টুকরোগুলো বুকে নিয়েই সাহস সঞ্চয় করে আবারো নতুন জীবনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এরপর?

প্রিয় পাঠক, একটি সুন্দর, সুস্থ ও বারাকাময় দাম্পত্য গড়ে তুলতে আমরা ঠিক কী করতে পারি? এই প্রশ্নই মাথায় ঘুরছে, তাই তো?



আগে বলুন, ভালোবাসা কীভাবে প্রকাশ করতে হয়, কষ্ট কীভাবে সামলে নিতে হয়, মতভেদের মাঝেও কীভাবে আত্মসম্মান অটুট রাখতে হয়, কিংবা শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও দুজন মিলে একই দলের সদস্য হয়ে কীভাবে বারবার আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হয়—এগুলো আমরা করতে পারছি তো? এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন না হয়ে কি একটি সুন্দর পারিবারিক জীবন নিজেই এবং উম্মতকে উপহার দেয়া সম্ভব?

এই বিষয়গুলোতে দক্ষ হওয়া কেবল একটি সফল দাম্পত্যের জন্যই নয়, বরং জীবনের প্রতিটি সম্পর্ক ও প্রতিটি ধাপেই কোনো না কোনোভাবে প্রয়োজন। আর আসমানি ওহির বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে যদি আমরা এই জীবনদক্ষতাগুলো অর্জনের গাইডলাইন পেয়ে যাই, তবে তা হবে সোনায সোহাগা, আলহামদুলিল্লাহ। তবে এই পথে অনেক ঋঁথ্য নিয়ে লেগে থাকতে হবে। বার বার অনুশীলন করতে হবে জীবনে ভালো থাকার দক্ষতাগুলো। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণময় একটি পরিবার গড়ে তুলতে, তাই সুন্দর দাম্পত্যের এই পাঠগুলো কয়দিন পর পরেই পড়াশোনা করে ঝালাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

সেই প্রয়োজনবোধ থেকেই আল্লাহ সুযোগ করে দিলেন ‘দাম্পত্যে বারাকাহ’ বইটি লেখার। আপনি বিবাহিত হোন কিংবা অবিবাহিত—শুদ্ধ নিয়তে বইটির পাঠগুলো হৃদয়ে ধারণ করলে, ইনশাআল্লাহ, জীবনের দীর্ঘ পথচলায় প্রতিটি ধাপেই এই শিক্ষারত্নগুলো আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে থাকবে। এখানে কোনো নিখুঁত দাম্পত্য কিংবা ত্রুটিহীন পরিবারের ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়নি। বরং ভুল-ভ্রান্তি, ক্লাস্তি, হাসি-কান্না আর মান-অভিমানের ভেতরেও সম্পর্ক মেরামত করে দাম্পত্যের বারাকাহ খুঁজে নেওয়ার সবচেয়ে সহজ ও বাস্তবসম্মত উপায়গুলোর কথা বলা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

ভাবুন তো, একজন মানুষ আপনার সঙ্গে সুদীর্ঘ পথ হাঁটার অঙ্গীকার নিয়ে আপনার জীবনে এসেছেন। একদিন সন্তানরা বড় হয়ে নিজেদের জীবন গড়তে দূরে সরে যাবে; আবার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন একদিন আসবে,



দাম্পত্যের নির্মল আনন্দ

প্রিয় পাঠক, আপনার কি কখনো মনে হয়েছে যে, ইসলামে দাম্পত্যজীবন আসলে ভীষণ মধুর, আনন্দময় এবং হালাল খুনসুটিতে ভরা এক অপূর্ব সম্পর্ক?

অন্য কোথাও আদর্শ দাম্পত্যের উদাহরণ খোঁজার আগে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনের দিকেই তাকিয়ে দেখুন। তিনি আয়িশা (রা.)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। একই পাত্রের যে জায়গায় মুখ রেখে আয়িশা (রা.) পান করেছেন, তিনিও ঠিক সেই জায়গায় মুখ রেখে পান করেছেন। প্রিয় মানুষের প্রতি ভালোবাসার এমন নির্মল প্রকাশ আর কোথায় পাবেন? এখন এই ভালোবাসার প্রকাশ যদি আমাদের কাছে ‘ঢং’, ‘এক্সট্রা’ বা, ‘আদিখ্যেতা’ বলে মনে হয়, তবে বুঝতে হবে, ভালোবাসাকে আমরা এখনো সুন্নাতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দিয়ে দেখতে শিখিনি।

একবার আয়িশা (রা.) মসজিদের আঙিনায় হাবশিদের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখতে চাইলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আয়িশা (রা.) যতক্ষণ দেখলেন, তিনিও ﷺ ততক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেন। একবারও বিরক্ত হয়ে বললেন না, ‘আর কতক্ষণ দেখবে? অনেক হয়েছে, এবার চলো!’

সফরে যাওয়ার আগেও রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন; যার নাম উঠত, তাঁকেই সফরসঙ্গী করে নিতেন। অর্থাৎ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অভিযানগুলোতেও তিনি তাঁর জীবনসঙ্গীকে পাশে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন।



একদিন এক সাহাবি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিঃসংকোচে বললেন, ‘আয়িশা’। প্রশ্নকারী যখন জানতে চাইলেন, ‘আর পুরুষদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কে?’ তখন তিনি বললেন, ‘তাঁর বাবা’—অর্থাৎ আবু বকর (রা.)।’

দেখলেন তো? জীবনসঙ্গীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা কীভাবে হৃদয়ে লালন করতে হয়? এবং সেই ভালোবাসা মর্যাদার সাথে কীভাবে প্রকাশ করতে হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাম্পত্য জীবনের সুনাহগুলো কি আমরা সত্যিই শিখতে পেরেছি?

প্রিয় পাঠক, এবার একটা মজার গল্প শুনুন। কোনো বানানো গল্প নয়, এটা কিস্ত সত্য ঘটনা। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা (রা.)-এর ঘরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন সাহাবিও মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় অন্য একজন উম্মুল মুমিনিন খাবারভর্তি একটি পাত্র মা আয়িশার ঘরে পাঠালেন। মা আয়িশা (রা.) রান্না বান্নার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ ছিলেন, তাই ঈর্ষান্বিত হয়ে মা আয়িশা (রা.) সবার সামনেই সেই পাত্রটি ভেঙে ফেললেন। সেই মুহূর্তটি নিশ্চয়ই সবার জন্যেই ভীষণ বিব্রতকর ছিল! কিস্ত এমন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করলেন জানেন? তিনি আয়িশা (রা.)-কে সবার সামনে অপমান করলেন না, রাগারাগি কিংবা হট্টগোলও বাধালেন না। বরং শান্তভাবে খাবারগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সাহাবিদের বললেন, ‘তোমাদের মা ঈর্ষান্বিত হয়েছেন’। এরপর ভেঙে যাওয়া পাত্রটির পরিবর্তে একটি অক্ষত পাত্র ফেরত দেওয়ার জন্য আয়িশা (রা.)কে নাসিহা করলেন।

সুবহানাল্লাহ! কী অপূর্ব ভারসাম্য! একদিকে আয়িশা (রা.)-এর মানবীয় আবেগকে বোঝা হয়েছে; অন্যদিকে, যার হক নষ্ট হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণও নিশ্চিত করা হয়েছে। এখানে যেমন কোমলতা আছে, হিকমত আছে, তেমনি ভুল আচরণের জন্য দায়বদ্ধতাও আছে। দাম্পত্যের বহু সমস্যার সমাধান যেন এই এক গল্পের মাঝেই লুকিয়ে আছে, তাই না?

কিছু জিনিস ছেড়ে দিতে হবে। কিছু বিষয় সংশোধনের সহিহ প্রচেষ্টা চলমান থাকবে। জীবনসঙ্গীর মনের ভেতর আবেগের ঝড়কে বুঝতে হবে, আবার



অধ্যায় ১

কুরআনের নকশায় দাম্পত্য

আল্লাহ তাআলা কুরআনে দাম্পত্য সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

‘আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও; আর তোমাদের মাঝে স্থাপন করেছেন মমতাময় ভালোবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’ —সূরা আর-রুম, ৩০:২১

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা দাম্পত্যকে শুধু একটি সামাজিক চুক্তি, শুধু দায়িত্ব ভাগাভাগি অথবা শুধু সন্তান জন্ম দেওয়ার একটি মাধ্যম কিংবা শুধু শারীরিক চাহিদা পবিত্রভাবে মেটানোর সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করেননি। তিনি কুরআনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তাঁর একটি নিদর্শন বলেছেন। সুবহানআল্লাহ! আল্লাহর নিদর্শন হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়!

এবং এই নিদর্শনের মাঝে তিনি তিনটি অপূর্ব উপহার রেখেছেন: সাকীনাহ, মাওয়াদ্বাহ ও রহমাহ।

এই তিনটি শব্দ দিয়েই আল্লাহ স্বয়ং দাম্পত্য জীবনকে বর্ণনা করেছেন।



এগুলো কিন্তু কেবল সুন্দর সুন্দর কিছু শব্দ নয়, বরং ইসলামে বৈবাহিক জীবনের তিনটি মৌলিক ভিত্তি। আসুন প্রিয় পাঠক, সবার আগে এই শব্দগুলোর অর্থ ভালো করে জেনে নিই,

- সাকীনাহ (سَكِينَة) — অন্তরের প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও মানসিক স্থিরতা। এমন শান্তি, যা আল্লাহ একজন জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে অন্যজনের হৃদয়ে দান করেন।
- মাওয়াদাহ (مَوَدَّة) — গভীর, আন্তরিক ও প্রকাশ্য ভালোবাসা। অর্থাৎ শুধু ঠুনকো আবেগ নয়, এই ভালোবাসা বার বার আচরণ এবং কথার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যত্ন, সম্মান এবং একে অপরের জন্য ত্যাগের মাধ্যমেও প্রকাশ পাবে।

রহমাহ (رَحْمَة) — দয়া, কোমলতা ও ক্ষমাশীলতা। বিয়ের পর, কখনো কখনো সম্পর্কের এক পর্যায়ে গিয়ে আবেগের তীব্রতা কিছুটা কমে যায়, তখন মাওয়াদাহ প্রকাশ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। তখন এই রহমাহই সেই সম্পর্ককে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সুবহানআল্লাহ! তাহলে দেখুন প্রিয় পাঠক, একটা সংসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সাকীনাহ হৃদয়কে শান্ত করে, মাওয়াদাহ হৃদয়কে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয়, আর রহমাহ সেই সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী ও বরকতময় করে। চলুন, এখন আরো বিস্তারিত জানা যাক কীভাবে আমরা এই বিষয়গুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবো।

সাকীনাহ: কঠিন মুহুর্তেও এক টুকরো নিরাপত্তা

সাকীনাহ শব্দটি এসেছে সুকূন থেকে, যার অর্থ থেমে যাওয়া, অস্থিরতা কমে যাওয়া, স্থির হয়ে যাওয়া। তাই সাকীনাহ মানে কিন্তু এমনটা নয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কখনোই মতভেদ হবে না, ঝগড়া বা মনোমালিন্য হবে না, ক্লান্তি আসবে না, কেউ কখনোই বিরক্তিকর আচরণ করবে না, কেউ কষ্টে চোখের পানি ফেলবে না, ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। এগুলো সবই হবে, এবং এর